কালের কণ্ঠ

তারিখ : 05 SEP 2015
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

কাউকেই মানে না ছাত্রলীগ!

- প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শও শুনছে না নেতাকর্মীরা
- শোকের মাসেই ১৩ সংঘর্ষে ২ খুন, আহত শতাধিক
- 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত আরো ২
- শিক্ষক লাঞ্ছনা, ছিনতাইয়েও জড়িত

তৈমুর ফারুক তুষার ▷

ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের ভ্রাতৃপ্রতিম ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগ বেপরোয়াই রয়ে গেছে। নেতৃত্ব বদল, সাংগঠনিক শাস্তি, অভিভাবক নেতাদের অনুরোধ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কঠোর পদক্ষেপ—এসব কোনো কিছুই বাগে আনতে পারছে না সংগঠনটির বেপথু নেতাকর্মীদের। দেশের বিভিন্ন স্থানে একের পর এক নাক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়েই চলেছে সংগঠনটি। এতে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে মারাত্মকভাবে। ছাত্রলীগের ঘটানো চাঞ্চল্যকর বিভিন্ন ঘটনায় বারবার বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হচ্ছে সরকারকে। আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরামর্শও কানে তুলছে না ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা।

বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নির্মম হত্যাকাণ্ডের শোকাবহ মাস আগস্ট। বঙ্গবন্ধুর ৪০তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে এবার ৪০ দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করে আওয়ামী লীগ। অথচ এ শোকের মাসে দেশের বিভিন্ন স্থানে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা নিজেদের মধ্যেই কমপক্ষে ১৩টি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটিয়েছে। এসব ঘটনায় দুই কর্মী নিহত ও শতাধিক আহত হয়। এ ছাড়া আগস্ট মাসে রাজধানীতে চুরির অজুহাত তুলে এক কিশোরকে পিটিয়ে হত্যা এবং মাগুরায় মাতৃগর্ভে শিশু গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় ছাত্রলীগের সম্পৃক্ততা নিয়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে।

সম্প্রতি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের হাতে শিক্ষক লাঞ্ছিত হওয়ার এক দিন পরই প্রধানমন্ত্রী ছাত্রলীগ নেতাদের সংগঠন থেকে 'আপাছা' উপড়ে ফেলতে পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু এর দুই দিনের মাথায় গত বৃহস্পতিবার এক ছাত্রীকে উত্ত্যক্ত করার প্রতিবাদ করায় বরিশালে সরকারি বিএম কলেজের দুই শিক্ষার্থীকে গাছে বেঁধে পিটিয়েছে ছাত্রলীগের কর্মীরা।

ছাত্রলীগের লাগামহীন বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে ক্ষুব্ধ আওয়ামী লীগের অনেক কেন্দ্রীয় নেতাও। শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের ওপর ছাত্রলীগের হামলা প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও প্রবীণ নেতা সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেন, 'শিক্ষকদের ঘটনায় ছাত্রলীগের নাম জড়িয়ে পড়ায় আমরা বিব্রত। আমি মনে করি, ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের এই বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।'

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৬